দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 7 JAN 2010
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫.....

শিক্ষানীতির বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আন্দোলন

গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সীমাবদ্ধতা যেমন রয়েছে, এর ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এতকিছুর পরও বিজ্ঞানভিত্তিক, একমুখী, সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে অন্তত অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি হিসাবে হলেও এটার বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হলে ছাত্র সমাজকে এর বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে হবে। গত মঙ্গলবার বিকালে ছাত্রমৈত্রীর আয়োজনে ঢাকসুর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সীমাবদ্ধতা এবং ছাত্র আন্দোলনের অর্জন' গোলটেবিল আলোচনায় তারা এসব কথা বলেন।

ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজনের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষা কমিশনের সদস্য ও তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য নূর আহমদ বকুল, প্রচার সম্পাদক নুহ উল আলম লেনিন, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি মানবেন্দ্র দেব, জাসদ ছাত্রলীগ সভাপতি হোসাইন আহমেদ তফসীর, ছাত্র আন্দোলন সভাপতি তনক বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ছাত্রমৈত্রীর সহ-সভাপতি বাপ্পাদিত্য বসু। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন নূরুল হুদা।

অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, বর্তমান কমিশন খুব শক্তিশালী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে। তবে, প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতির কোন দর্শন তারা ঠিক করতে পারেননি। এরপরও এটা বাস্তবায়নের ইস্যুতে সবাইকে একসাথে বসতে হবে। সমস্যাগুলো, সমাধানের পথও খুঁজে বের করতে হবে। তিনি বলেন, মৌলবাদী শুধু মাদ্রাসা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে না। স্কুল ও ইংরেজি মাধ্যমের 'ও' এবং 'এ' লেভেল থেকে তারা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সমস্যা সমাধানে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করার পরামর্শ প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে রয়েছে।

অধ্যাপক মেজবাহ কামাল বলেন, মাদ্রাসাকে মূল ধারায় আনার চেষ্টা চলছে। কারণ বর্তমান আলীয়া মাদ্রাসায় যে ইংরেজি পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তা সাধারণ শিক্ষার চতুর্থ শ্রেণীর পর্যায়ের। এভাবে চলতে পারে না। তবে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি কোনভাবেই বিজ্ঞানভিত্তিক, একমুখী, সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য পুরোপুরি উপযোগী শিক্ষানীতি নয়। এটাকে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি হিসাবে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।